

## সূরা ৭৬ : দাহর/ইনসান, মাদানীة مَدَنِيَّة - سورة الإنسان

(আয়াত ৩১, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ৩১, رُكُوعَاتُهَا : ২)

সহীহ মুসলিম ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর দিন ফাজরের সালাতে সূরা আলিফ-লাম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। কাল-প্রবাহ মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা।	۱. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا
২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।	۲. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।	۳. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

## আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত গুত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৮৯) মহান আল্লাহ বলেন : আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সূরা মূলক, ৬৭ : ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার।

## মানুষের মধ্যে কেহ কৃতজ্ঞ এবং কেহ হয় অকৃতজ্ঞ

মহান আল্লাহ বলেন : إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তার কাছে খুলে দিয়েছি। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

আর হামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ১৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ : ১০) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথই প্রদর্শন করেছি। ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের এরূপই তাফসীর করেছেন।

كَفُورًا وَكَفُورًا شَاكِرًا هَوَّارٍ কারণে إِيمًا شَاكِرًا وَإِيمًا كَفُورًا

এর উপর نَصَب বা যবর হয়েছে। এর ذُو الْحَال হল هَدَيْنَاهُ সর্বনামটি। অর্থাৎ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান।

যেমন সহীহ মুসলিমে আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে স্বীয় নাফসকে বিক্রিকারী হয়ে থাকে। হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে ধ্বংসকারী হয়।’ (মুসলিম ১/২০৩)

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।	<p>٤. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا</p>
৫। সৎ কর্মশীলরা পান করবে মিশ্রিত পানীয় ‘কাফুর’ -	<p>٥. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا</p>
৬। এমন একটি প্রস্রবনের যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবনকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারবে।	<p>٦. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا</p>
৭। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক।	<p>٧. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَتَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا</p>
৮। তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে।	<p>٨. وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا</p>
৯। এবং বলে : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য	<p>٩. إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا</p>

দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।	نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
১০। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।	۱۰. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
১১। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিশ্চয়তা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।	۱۱. فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।	۱۲. وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

### মু'মিন ও মুশরিকদের আমলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর মাখলূকের মধ্যে যে কেহই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দণ্ড করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭১-৭২)

হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে

কাফুর। জান্নাতের একটি বর্ণার নাম ‘কাফুর’ যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা সুগন্ধি ও সুমিষ্ট পানি পান করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পূরের মত অথবা ওটা আসলই কর্পূর। এ বর্ণা পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবেনা। তারা তাদের বাগানে, মহলে, মাজলিসে, বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে ঐ পানি পৌঁছে দেয়া হবে।

**تَفْجِيرٍ** এর অর্থ হল প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা, যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

আর তারা বলে : কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৯০) অন্যত্র বলেন :

وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا

এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا** এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা ইচ্ছা করলে যেকোনো খুশি সেদিকে ইহার গতি পরিবর্তন করাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৩৬৯) শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যেখানে খুশি সেখানে তারা ইহার স্রোত বহাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৫)

### সং আমলকারীদের বর্ণনা

এখন এই লোকদের সাওয়াবপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ইবাদাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তাতো তারা যথাযথভাবে পালন করতই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ব নিজেরাই নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোও তারা পূরাপূরিভাবে পালন করত। অর্থাৎ তারা তাদের নয়র/প্রতিশ্রুতিও পূরা করত। ইমাম মালিক (রহঃ) তালহা ইব্ন আবদুল মালিক আল আইলী (রহঃ) হতে, তিনি আল-কাসিম ইব্ন মালিক (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সে

পূরা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার প্রতিজ্ঞা করবে সে যেন তা পূরা না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে)।’ (মুআত্তা ২/৪৭৬, ফাতহুল বারী ১১/৫৮৯)

আর তারা কিয়ামাত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে, যে দিনের ত্রাস সাধারণভাবে সবাইকেই পরিবেষ্টন করবে। সেই দিন সবার খারাপ কাজগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কারও প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ঐ দিন ত্রাস আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/৯৬) মহান আল্লাহ বলেন :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا এই সৎকর্মশীল লোকগুলি আল্লাহর মহব্বতে হকদার লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে খরচ করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দান করে। যেমন আল্লাহ তা’আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ

সম্পদের প্রতি আসক্তি এবং ওর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ওটা সে আল্লাহর পথে খরচ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭) অন্যত্র বলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে : ‘উত্তম সাদাকাহ হল ঐ সাদাকাহ যা তুমি এমন অবস্থায় করছ যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছ, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, ধনী হওয়ার তোমার আকাংখা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার রয়েছে (এতদসত্ত্বেও তুমি সাদাকাহ করছ)।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪) অর্থাৎ মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে দান করা হচ্ছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর বর্ণনা ও বিশেষণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর বন্দী সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম বা আহলে কিবলা বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৯৭) কিছ্র ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময়তো শুধু মুশরিক বন্দীরাই ছিল। (কুরতুবী ১৯/১২৯) এর প্রমাণ হল ঐ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তাঁরা যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের অপেক্ষা ঐ বন্দীদের প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখতেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার কারণে ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম ও মুশরিক সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। (তাবারী ২৪/৯৮) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করেছেন। গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে শেষ উপদেশে বলেন : ‘তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে এবং তোমাদের অধীনস্থদের (গোলাম ও বাদীদের) সাথে সদ্ব্যবহার করবে।’ (নাসাঈ ৪/২৫৮) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলে :

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! ঐ সৎ আমলের লোকেরা উপরোক্ত কথা মুখে প্রকাশ করেননা, বরং এটা তাদের মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে। (তাবারী ২৪/৯৮) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَوْسًا قَمْطَرِيرًا এই পবিত্র দলটি খাইরাত ও সাদাকাহ করে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাঁচতে চায়, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকারময় এবং সুদীর্ঘ। তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন এবং ঐ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই সাওয়াবের কাজগুলি তাদের উপকারে আসবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, **عَبُوسُ** এর অর্থ হল কঠিনতা এবং **قَمَطَرِيرٌ** এর অর্থ হল দীর্ঘতা। (তাবারী ২৪/১০০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন কাফিরদের জন্য কুশিষ্ট হবে এবং তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে ঘাম বইতে থাকবে যা আলকাতরার মত হবে। (তাবারী ২৪/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদের ওষ্ঠদ্বয় কুশিষ্ট হয়ে যাবে এবং মুখমন্ডলে ত্রাসের রেখা পরিস্ফুটিত হবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে। **قَمَطَرِيرٌ** শব্দের অর্থ হল ভয়ে ও ত্রাসে কপাল ও দুই চোখের মাঝে যা আছে তা সংকুচিত হওয়া। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও কঠিন দিন।

### জান্নাতীদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য নি‘আমাতের কিছু বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন : **فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً** তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ঐ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সেই দিনের দূরাবস্থার স্থলে তাদের হৃদয়ে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। এখানে কতই না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

**وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ**

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল। (সূরা আ‘বাসা, ৮০ : ৩৮-৩৯) এটা প্রকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকলে চেহারাও হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময়।

কা‘ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় আনন্দিত হলে তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং মনে হত যেন এক খন্ড চাঁদ। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩)

আয়িশার (রাঃ) দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন : ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্ল অবস্থায় আমার নিকট আগমন করেন, ঐ সময় তাঁর মুখমন্ডলের শিরাগুলি আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকচ্ছিল (শেষ পর্যন্ত)।’ (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন :



وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফিরার জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার জন্য দিবেন রেশমী বস্ত্র।

হাফিয ইব্ন আসাকির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর (রহঃ) সামনে عَلَى الْإِنْسَانِ সূরাটি পাঠ করা হয়। পাঠকারী যখন এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, তাঁরা পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৩। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম ও অতিশয় শীত অনুভব করবেন।	۱۳. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
১৪। উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।	۱۴. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
১৫। তাদেরকে পরিবেশন করা হয়ে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে।	۱۵. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا
১৬। রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে।	۱۶. قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
১৭। সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে যানযাবীল	۱۷. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ

মিশ্রিত পানীয় -	مِرَاجُهَا زَجْجِيلاً
১৮। জান্নাতের এমন এক প্রসবণের যার নাম সালসাবীল।	۱۸. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
১৯। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।	۱۹. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا
২০। তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।	۲۰. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
২১। তাদের আবরণ হবে সুস্বাদু সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।	۲۱. عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُوعٌ أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْلَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
২২। অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত।	۲۲. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا

## জান্নাতে উচ্চাসন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা

জান্নাতীদের নি‘আমাতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবে। সূরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, **تُكَا** দ্বারা উদ্দেশ্য হল শয়ন করা বা কনুই পেড়ে বসা বা চার জানু পেতে বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, **أَرَائِكَ** বলা হয় গদি আটা খাটকে।

অতঃপর এখানে আর একটি নি‘আমাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবেনা কিংবা তারা অতিশয় শীতও বোধ করবেনা। অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ করবে। বরং সেখানে সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। জান্নাতী গাছের শাখাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের উপর ছায়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

**وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ**

দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৫৪)  
গাছের ফলগুলি তাদের খুবই নিকটে থাকবে। তিনি অন্যত্র বলেন :

**قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ**

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৩)  
ইচ্ছা করলে তারা শুইয়ে শুইয়েই তা খেতে পারবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে গাছ থেকে তুলে নিবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও তুলে নিতে পারবে। কষ্ট করে গাছে চড়ার কোন প্রয়োজনই হবেনা। মাথার উপর ফলের ছড়া বা কাঁদি লটকে থাকবে। তুলে নিবে ও খাবে। দাঁড়ালে দেখবে যে, ডাল ঐ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুইয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরও নিকটে এসে গেছে। (তাবারী ২৪/১০৩)  
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, না কাঁটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার কোন ঝামেলা রয়েছে। (তাবারী ২৪/১০৩)

এক দিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে

পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ঐ পানপাত্রগুলি পরিষ্কার ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত। (তাবারী ২৪/১০৫, ১০৬) ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে ঐ রৌপ্য ও কাঁচের পানপাত্রগুলির কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই।

পরিবেশনকারীরা পানপাত্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পানকারীরা যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই ঐ পানপাত্রগুলি পূর্ণ করা হবে। ঐ পানীয় পান করার পর কিছু বাঁচবেওনা, আবার তৃপ্তি সহকারে পান করতে গিয়ে তা কমেও যাবেনা। ইব্ন আব্বাস (রঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন আবজা (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৪/১০৬, ১০৭; কুরতুবী ১৯/১৪১)

## আদা মিশ্রিত এবং সালসাবিল পানীয়ের বর্ণনা

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجًا জান্নাতীরা এই সব দুস্প্রাপ্য পানপাত্রগুলিতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলি জানযাবিল (আদা) দ্বারা মিশ্রিত করে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফুরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে। তাহলে ভাবার্থ এই যে, কখনও ঠাণ্ডা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনও গরম পানি মিশ্রিত করা হবে যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায়। এটা সৎকর্মশীল লোকদের বর্ণনা। খাস ও নৈকট্যাভকারী বান্দারাই এই নাহরের শরবত পান করবে।

ইকরিমাহর (রহঃ) মতে 'সালসাবিল' হল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ওটা সালসাবিল বলার কারণ এই যে, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। (তাবারী ২৪/১০৮)

## চির কিশোর ও আপ্যায়নকারীদের বর্ণনা

এই নি'আমাতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী অল্প বয়স্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমাতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এই জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন পরিবর্তন ঘটবেনা। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ

কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। এরচেয়ে বড় উপমা তাদের জন্য আর কিছু হতে পারেনা। তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমাতের জন্য সদা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটছুটি করবে। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا হে নাবী! তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। হাদীসে রয়েছে যে, সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেন : ‘তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ।’ (মুসলিম ১/১৭৩) এ অবস্থাতো হবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর। তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

### জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ তাদের দেহের আবরণ হবে উন্নত মানের সূক্ষ্ম রেশম ও ভেলভেট জাতীয় রেশম। سُنْدُسٍ হল ঐ উন্নত মানের রেশম যা খাঁটি ও নরম এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে। এই পোশাক হবে উপরে পরিধান করার জন্য জামা এবং শরীরের নিচের অংশের আবরণ হবে ভেলভেটের কাপড়ের তৈরী বস্ত্র। আর إِسْتَبْرَقٌ অর্থ ভেলভেট জাতীয় কাপড় যা অতি উত্তম ও অতি মূল্যবান রেশম যাতে উজ্জ্বল থাকবে। এটা হল সৎলোকদের পোশাক। আর বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে :

يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৩) এই বাহ্যিক ও দৈহিক নি‘আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا তাদের রাক্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় যা তাদের বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কলুষতাকে দূর করে দিবে। যেমন আমীরুল মু‘মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে : যখন জান্নাতীরা জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দু’টি বর্ণা দেখতে পাবে, যেন

ওর খেয়াল তাদের মনেই জেগেছিল। ওর একটির পানি তারা পান করবে। ফলে তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূর হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যই তারা পূরা মাত্রায় লাভ করবে। (কুরতুবী ১৯/৪৭) অতঃপর তাদেরকে খুশি করার জন্য এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য বারবার বলা হবে :

إِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪) অন্যত্র বলেন :

وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে : তোমরা যে (ভাল) আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩) এখানেও বলা হয়েছে : তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কম আমলের বিনিময়ে বেশি প্রতিদান প্রদান করেছেন।

২৩। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।	<p>۲۳. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا</p>
২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যের কোনো পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা।	<p>۲۴. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا</p>
২৫। এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়।	<p>۲۵. وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً</p>

	وَأَصِيلًا
২৬। রাতের কিয়দংশ তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	۲۶. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে তারা উপেক্ষা করে চলে।	۲۷. إِنَّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
২৮। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।	۲۸. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا
২৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।	۲۹. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
৩০। তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	۳۰. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মস্ফূট শাস্তি।

۳۱. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

### ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল করা এবং রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে খাস অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন : আমি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে এই কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও। আমার ফাইসালার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাক। তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছে দিব। এরপর বলা হয়েছে :

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا কাকির ও মুনাফিকদের কথার প্রতি তুমি মোটেই ক্রক্ষেপ করবেনা। তারা তোমাকে এই দা‘ওয়াতের কাজে বাধা দিলেও তুমি তাদের বাধা মানবেনা। বরং দা‘ওয়াতের কাজ তুমি নিয়মিত চালিয়ে যাবে। তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হবেনা। আমার সন্তার উপর তুমি ভরসা রাখবে। আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করব। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

আমি বলা হয় দুষ্কর্মশীল নাফরমানকে। আর কফুর হল ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর। আর রাতের কিয়দংশে তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۚ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا



আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়ম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

يَتَأْتِيَا الْمَزْمَلُ. فَمِ الْيَلِّ إِلَّا قَلِيلًا. نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرَّانَ أَنْ تَرْتِيلًا

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।' (সূরা মুযাশ্শিল, ৭৩ : ১-৪)

## দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগের আহ্বান

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে : إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখিরাতকে পরিত্যাগ করনা। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়ে ঐ ভয়াবহ দিন হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ সুদৃঢ় আমিই করেছি। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বাসী সৃষ্টিকরণের দলীল বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবে : আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (তাবারী ২৪/১১৮, ১১৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

হে লোক সকল! যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৩) অন্যত্র বলেন :

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৯-২০)

## কুরআন হল মানুষের জন্য উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত? ...শেষ পর্যন্ত' (সূরা নিসা, ৪ : ৩৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

اللَّهُ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং সরল সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। তাঁর হিদায়াতকে না কেহ হারিয়ে দিতে পারে এবং না কেহ তাঁর গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাঁর শাস্তি পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

সূরা ইনসান/দাহর -এর তাফসীর সমাপ্ত।